Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 033-050
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নব্যফ্যাসিস্ট আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও পরনির্ভরশীল দেশগুলোর সংকট

হায়দার আলী খান*

ভূমিকা

বর্তমানের বিশ্ব পুঁজিবাদ যে গভীর সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সঠিক পথ কোন দিকে? মূলত এই জটিল আর্থ-রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়াটাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বস্তুত, এশীয় অর্থনৈতিক সংকট এবং সাম্প্রতিককালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর, করপোরেট–চালিত প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বায়ন ন্যায়সংগতভাবেই বিস্তর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রবন্ধে সমালোচনাগুলোর মতাদর্শগত নির্মাণকে পাশ কাটিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনাগুলোকে বৈজ্ঞানিক দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে গৃহীত স্বাধীনতাকেন্দ্রিক পরিপ্রেক্ষিত ন্যায়-নীতি এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা বৈশ্বিক ও স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতাকে বর্ধিত করে। এটা দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বচ্ছ মূলনীতিভিত্তিক একটি বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার কাঠামোই কাম্য। তবে বিশ্বায়নের বর্তমান চিড় ধরা প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত একটি চিড় ধরা আঞ্চলিকতাবাদ বা এমনকি জাতীয় সংরক্ষণবাদ এবং দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হতে পারে।

তাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য, একটি ধাঁধা ব্যাখ্যা করা এবং সমাধানের এমন কৌশল বলে দেয়া, যা স্বাধীনতা-বর্ধক। ধাঁধাটি হচ্ছে বিশ্বায়নের বাগাড়ম্বর, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (আইএফআই) কাঠামোগত সংস্কার নীতিমালা এবং নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার অনুসরণ সত্ত্বেও কেন আঞ্চলিকতাবাদ এবং এমনকি জাতীয়তাবাদী সংরক্ষণবাদের দিকে একটি ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে? এর পেছনে এই প্রবন্ধে প্রধান যে যুক্তিটি দেখানো হয়েছে তা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্বে চলমান বিশ্বায়ন প্রকল্পের ভিত্তিমূলে একটি অসংগতি রয়েছে, যা বাস্তব পৃথিবীতে অসমতার প্রভাবগুলো অনুধাবনে প্রতীয়মান প্রত্যাখ্যান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। অধিকন্তু, এটা তাদের বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল নীতিকে অগ্রাহ্য করার পথ করে দিয়েছে। ন্যায্যতার বিষয়গুলোকে উপেক্ষার মাধ্যমে বিশ্বায়নের বর্তমান নেতারা অর্থনৈতিক দক্ষতাকেও ক্ষতির সম্মুখীন

* জন ইভান্স ডিসটিংগুইশড ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর, জোসেফ করবেল স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ডেনভার, কলোরাডো, যুক্তরাষ্ট্র.

করার ঝুঁকি নিচ্ছেন। তাই আমার লক্ষ্য, 'বিশ্বায়ন এবং এর অসন্তুষ্টিগুলো'কে বোঝার চেষ্টা করা (স্টিগলিৎস ২০০২, ২০০৬; খান ১৯৯৪, ১৯৯৫a, ১৯৯৫b, ১৯৯৬, ১৯৯৭a, ১৯৯৭b, ১৯৯৭c, ১৯৯৮, ১৯৯৯a, ১৯৯৯b, ২০০৪a, ২০০৪b, ২০০৫, ২০০৭; খান এবং লিউ ২০০৮, খান ২০১৩a, ২০১৩b, ২০১৪) এবং সামনে এগোনোর কিছু দিকনির্দেশক মূল নীতি প্রস্তাব করা।

বরাবর ব্যবহারের ফলে 'বিশ্বায়ন' শব্দটি ইতিমধ্যে একাডেমিক ক্লিশেতে পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে, উৎপাদনের বিশ্বায়ন এবং নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের উৎপত্তি– এই দুটি প্রবণতা বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত গভীর রূপান্তরকে চিহ্নিত করে। কিছু ক্ষেত্রে এই দাবিটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু, সম্প্রতি কয়েকজন পর্যবেক্ষক (হ্যারিস ১৯৯৮, খান ১৯৯৮, ২০১৩, ১০১৪, ১০১৬) উল্লেখ করেছেন, সাধারণ ব্যবহারে বিশ্বায়ন শব্দটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনাত্মক শ্রেণির, বিশ্লেষণাত্মক শ্রেণির নয়। এছাড়া, বর্ণনাত্মক শব্দ হিসেবে এটি যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রয়োজন। কিন্তু, বিশ্বায়নসংক্রান্ত সুবিশাল এবং ক্রমবর্ধমান রচনাবলিতে প্রায়ই এটি অনুপস্থিত থাকে। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে এটাই প্রতীয়মান হয়, বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক একীভূতকরণের একটি পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া; যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। ব্রেটন উডস কাঠামোর উৎপত্তিকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বকে একীভূতকরণ এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিগত মূলধনের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের একটি পথ হিসেবে দেখা যেতে পারে। ব্রেটন উডস কাঠামোর পতন ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট উদারীকরণের পথে গতি সঞ্চার করে, যা সাধারণত বর্তমান বিশ্বায়নের সবচেয়ে দৃশ্যমান দিক। তবে, এই প্রক্রিয়াও একেবারেই অস্থিতিশীল। এটি মেক্সিকোর ও আরও সাম্প্রতিক এবং এমনকি আরও নাটকীয় এশীয় অর্থনৈতিক সংকট এবং অতি সাম্প্রতিক একুশ শতকের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে। এমনকি আদর্শ নব্যধ্রুপদি হেকসার–ওলিন–স্যামুয়েলসন মডেলের মধ্যেও একই সময়ে বাণিজ্যের একীভূতকরণের ফলে উত্তরের অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন হ্রাস পেতে পারে; ফলে সেখানে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে (ক্রুগম্যান ১৯৯৬, উড ১৯৯৪)। বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণে আরও বেশি সমতা বিধান হবে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু, বাস্তবে এমনটি ঘটার খুব কম প্রমাণই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, বিশ্বায়নের বাগাড়ম্বরকে সতর্কতার সঙ্গেই মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বড় জোর, আমরা একটি 'চিড় ধরা' বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

যদিও কয়েক দশক ধরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তা আন্তসীমান্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে এবং বলতে গেলে একটি বৈশ্বিক অর্থনীতি তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারগুলোর বিধিব্যবস্থা কমানোর সহায়তায় সংঘটিত বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের আন্তর্জাতিকীকরণ অর্থনৈতিক একীভূতকরণ এবং আঞ্চলিক জোট গঠনকে তরান্বিত করেছে (কুক এবং কার্কপ্যাট্রিক, ১৯৯৯, খান ২০১৭)। এক নতুন ধরনের শ্রম বিভাজন এবং গুণগতভাবে একটি ভিন্ন ধরনের সম্পদ ব্যবহার, উৎপাদন এবং মূলধন সঞ্চয়ের উৎপত্তি ঘটেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে বৈশ্বিক আন্তনির্ভরশীলতা এবং একটি অসম বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গ্রামের সৃষ্টি। সুতরাং, কিছু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন এখানে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

১. উপরতলার বিশ্বায়ন এবং গণমুখী বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন বলতে বর্তমান বিশ্বে কী বোঝায়? গত চার দশকে এ বিশ্বায়ন পৃথিবীকে কোন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে? বিশ্বায়নের ফলে পুঁজিবাদের যে বর্তমান সংকট চলছে, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং নিচের থেকে বিশ্বায়ন, এই দু'রকম বিশ্বায়নের পার্থক্য নির্ণয় করার প্রাথমিক প্রস্তাবনাই এ প্রস্তাবের মূল বিবেচ্য বিষয়। কাজেই প্রবন্ধের প্রথম লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা। পরে সাম্রাজ্যবাদী এই বিশ্বায়নের বিকল্প হিসেবে অন্য ধরনের গণমুখী বিশ্বায়নের আলোচনা করব।

প্রথমেই উল্লেখ্য, দু'ধরনের বিশ্বায়নকেই আমি Complex Systems Analysis বা জটিল গাঠনিক বিশ্লেষণ এবং একই সাথে দ্বান্দ্বিক শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করব।[২] এই দ্বান্দ্বিক জটিল গাঠনিক বিশ্লেষণ অনুসারে দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্বের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি সচরাচর চলমান এবং নানা রকম দ্বন্দ্বে আক্রান্ত। এই দ্বন্দ্বগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখী দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গতিপ্রবণতা আছে। বিশ্বায়নের যুগে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে তার উন্নততর এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির উঠতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট একটি নতুন রূপ ধারণ করেছে। একই সাথে দরিদ্র দেশগুলোর সংকট আরো বেড়ে গেছে।[৩] এর সাথে যুক্ত হয়েছে অধিকতর অগ্রসর হারে পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের আশু ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাবলী।

১৯৭০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী মন্দার আশঙ্কা দেখা দেয়। একাধারে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের একটি দিক। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ছিল বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্থিতিশীলতার সন্ধানে যে পুঁজি শ্রমকে সে ছাড় দিয়েছিল, সেই সামাজিক চুক্তির অস্থিতিশীলতা। সত্তরের সংকটের সময় থেকেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো শ্রেণি সংগ্রামের ক্ষেত্রে পুঁজির স্বার্থ রক্ষার কাজে অনেক বেশি তৎপর হয়ে ওঠে এবং আশির দশকে Reagan–Thatcher -এর যুগে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পূর্বোক্ত সামাজিক চুক্তির ওপর আঘাত নেমে আসে।[৪]

প্রায় একই সময়ে তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি পুঁজিবাদী উন্নয়নকামী দেশ বিদেশি ঋণের ভারে নত হয় পড়ে। লাতিন আমেরিকার মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, এশিয়ার ফিলিপিনস এবং আফ্রিকার নাইজেরিয়াসহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এই ঋণ-সংকট বা Debt-Crisis-এর সম্মুখীন হয়। এই সুযোগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংক প্রধানত স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন, ম্যাক্রোপলিসির রক্ষণশীলতা ইত্যাদিসহ সার্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য যে, তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশের শাসক এবং শোষক শ্রেণির সহযোগিতার ফলেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আশি ও নব্বইয়ের দশকে এই কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়।

বিশ্বায়ন অনেকাংশেই ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সোশ্যাল ডেমোক্রেসী বা সামাজিক গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাজতন্ত্র–এই দুই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রায় উনিশ শতকী উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতি, রাজনৈতিক দিক দিয়ে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদের স্বার্থে ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক পাশ্চাত্যের উপরতলায় প্রায়-ধসে-যাওয়া কৃত্রিম কসমোপলিটান ও ভোগবাদী আদর্শকে স্থাপিত করাই ছিল এর সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি।

২. উপরতলার বিশ্বায়নের সংকট

নব্বই দশকের প্রথম ভাগটি ছিল পুঁজিবাদের এই নতুন কর্মসূচির অনেকটা অনুকূল। উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধের আমলে তৈরি শ্রমিকনেতারা পুঁজির বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। তদুপরি, সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংকট, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা– এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে সাহস ও শক্তি যোগায়। কিন্তু, ১৯৯৫-এর পর থেকেই বিশ্ব-পুঁজিবাদীদের অভ্যন্তরীণ সংকট গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে থাকে। আমি ১৯৮৫ সাল থেকেই পুঁজিবাদের সংকটের গভীরায়নের বিশ্লেষণ করে আসছি। আমার এই বিশ্লেষণের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই পুঁজির ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ ২০০৭ সাল নাগাদ টেনে আনে আরও ঘনীভূত বিশ্ব-সংকট। এ সংকটের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। বর্তমান বিশ্বায়নের তত্ত্ব অনুযায়ী বাজারকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করলেই এর নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু, ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম যে পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই যে পরিমাণে সরকারি অর্থ খুবই স্বল্পহারে পুঁজিবাদী শ্রেণির হাতে এসেছে, এতে সত্যিকার বিনিয়োগ বেশি বাড়েনি; বরং, শেয়ার মার্কেটের কৃত্রিম উল্লম্ফন বেড়েছে মাত্র। সুতরাং, আমাদের বুঝতে হবে, বিশ্বপুঁজিবাদ এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং হয়তো পারবেও না। তাহলে বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ কী রকম?

৩. বর্তমান সংকট: উপরতলার রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ

ইউরোজোনের সংকট (২০১১-) থেকে মনে হয় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রেণি মূলত নিজেদের সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার নীতিতে বিশ্বাসী। একই সাথে অর্থনৈতিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে চটপট বড় বড় ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি ইত্যাদিকে সাহায্য করতেও তাদের আপত্তি নেই। সুতরাং, বিশ্ব পুঁজিবাদের উপরতলার পুঁজিপতি, রাজনীতিবিদ, আমলাগোষ্ঠী, তাত্ত্বিকেরা এবং প্রচারমাধ্যমগুলো উদারনৈতিক পুঁজিবাদে বিশ্বাসী।

উপরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী নব্য-উদারনৈতিক পুঁজিবাদ সংকট থেকে এই জটিল সিস্টেমকে রক্ষা করতে পারবে না। যেকোনো জটিল সিস্টেমের অনেক রকম পজিটিভ ও নেগেটিভ ফিডব্যাক লুপ থাকে। নেগেটিভ ফিডব্যাক সিস্টেমকে স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যায়। পজিটিভ ফিডব্যাক সিস্টেমকে অস্থিতিশীলতার দিকে চালিত করে। উপরতলার বিশ্বায়ন স্বাভাবিকভাবেই ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরসহ গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই এক ধরনের অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী কেইনসীয় পদ্ধতি চালু করা এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়, যা নাকি পুঁজিপতিদের অধিকারকে অনেক খর্ব করতে বাধ্য। বর্তমানে পুঁজিপতি শ্রেণির অধিকারবোধ অত্যন্ত প্রবল। এসব দেখে মনে হয়, এই শ্রেণির পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলগার রাশ টেনে ধরা বেশ কঠিন, হয়তোবা অসম্ভব। তাহলে কোন রাজনৈতিক শর্তাবলির প্রয়োজন হবে আগামী বছরগুলোতে? যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের নির্বাচন কি ফ্যাসিজমের উত্থানের লক্ষণ?

৪. ফ্যাসিবাদী জাতীয়তাবাদ

২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। বর্তমানে এই ২০১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে সংকটের ঘনায়মান রূপ অনেকাংশেই দৃশ্যমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিত বিজয় এখন আর অতটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। নির্বাচনের ঠিক আগেই ট্রাম্প যে ওবামার উপরে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ক্ষিপ্ত ওহাইয়ো, মিশিগান ও উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের শ্রমিকদের ভোটগুলো পাবেন সেটা আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম। আর সে জন্যই হিলারির বৈদেশিক নীতির হঠকারিতামূলক দিকগুলো নির্দেশ করেও আমি হিলারীকে ভোট দেয়ার সপক্ষে Huffington Post–এ একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছিলাম।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের স্ট্রাটেজিক দিক দিয়ে বিচার করলে ট্রাম্প কিংবা ল্যুপেনের উগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ আর হিলারি কিংবা ব্রিটিশ লেবার পার্টি, বিশেষ করে ব্লেয়ারের নিউ লেবার মতাদর্শ–অথবা জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি এদের ভেতরে মূল তফাৎ সামান্যই।

পুঁজিবাদের সংকটের যুগে একদিকে যেমন নিজ নিজ দেশের শ্রমিক তথা আপামর জনগণকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছাড় দেওয়া কঠিন, অন্যদিকে জনগণের বিদ্রোহ এমনকি বিপ্লবের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধের জন্য অভ্যন্তরীণ ফ্যাসিজমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি আলোচনা যদিও এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নয়, তবু এতটুকু বলা দরকার, চীন-রাশিয়ার অপেক্ষাকৃত উত্থান – ১৯৯০ এর দশকের তুলনায় – এবং ন্যাটো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বময় ঘাটি গঠন ও সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ পৃথিবীকে আবার গভীর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংকটের দিকেও নিয়ে যাচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় স্পষ্ট।

এক, বিশ্বময় এমনকি নড়বড়ে কেইনসীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক অর্থনীতি ও সীমিত গণতন্ত্র চালু করা প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর ক্ষমতার বাইরে। এতদিন নব্য উদারবাদী মতাদর্শের জন্য এ বিষয়ে রাজনৈতিক ইচ্ছাও লক্ষ করা যেত না। এখন ইচ্ছা যদিও তৈরি হয় প্রধান দেশগুলোর পুঁজিবাদীদের স্বার্থ যা নাকি অন্যান্য দেশের উচ্চস্তরের পুঁজিবাদীদের স্বার্থ পরিপন্থী তাদেরকে খুব সম্ভবত বিরাজমান ও ভবিষ্যতের আরও উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশ্বপুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কাউটস্কীয় (অথবা বর্তমানের কাউটস্কীর মতো মার্কসবাদী) শান্তিপূর্ণভাবে ভাগাভাগি করে শাসনের সুযোগ ১৯৯০-এর দশকে যতটা ছিল ততটা আর থাকবে না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি প্রথমটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুঁজিবাদের এই সংকটের যুগে বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক দেশগুলোতে–পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কমবেশি এরকমই এই একবিংশ শতকে–বর্ণবিদ্বেষ সংখ্যালঘুদের উপর দোষ চাপানো এবং বহুবিধ নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে অন্যত্র আমার লেখা দেখতে পাঠকদের অনুরোধ করব। সংক্ষেপে, পুঁজিবাদের দ্বান্দ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে অপেক্ষাকৃত শান্ত পুঁজি জমানোর যুগে উদারনৈতিক রাজনীতি সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উগ্র ফ্যাসিজমকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু, সংকটের সময়ে উদারনৈতিক মতাদর্শ ও সংগঠন ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ ও সংগঠন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থকদের কাছে মার খায়। অন্তত পক্ষে বিংশ শতকের সংকটের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়।

তাহলে এই সংকটের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? যদিও সবরকম প্রগতিশীল আন্দোলনই খুবই দরকার এবং এ আন্দোলনগুলোর যৌক্তিকতা সীমাবদ্ধ হলেও এর কার্যকারিতায় আমি আস্থা রাখি, ইতিহাসের রায় হচ্ছে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে নতুন সমাজে গণতন্ত্রের গভীরায়নে ব্যর্থ হলে পুঁজিবাদ-

বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বারবার মানবসমাজকে সংকটের ভেতর টেনে নেবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চরম এক প্রাকৃতিক সংকট। সুতরাং, পুঁজিবাদের বিকল্প প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবজাতির ধ্বংস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। একমাত্র গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে নিচ থেকে বিশ্বায়নই হচ্ছে এই সংবর্ত কাটিয়ে সভ্যতাকে গড়ে তোলার প্রধান শর্ত। আসুন আমরা এবার এই দিকটিকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

৫. নিচ থেকে বিশ্বায়ন: বিশ্বব্যাপী গণ-আন্দোলন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্মসূচি

এখানে প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, উপরতলার বিশ্বায়নই একমাত্র বিশ্বায়ন নয়। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, জীবনচর্চা, ধর্ম ও দর্শন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে। অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন, কীভাবে ভারতীয় গণিতের 'শূন্য' সংখ্যা এবং ত্রিকোণিমিতির 'সাইন' ফাংশনটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসে। প্রাক্-পুঁজিবাদী যুগে বৌদ্ধ দর্শনও এভাবেই তিব্বত-চীন হয়ে পূর্ব এশিয়ায় এবং শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। কিন্তু, পুঁজিবাদের যুগে শ্রম ও পুঁজির রপ্তানি পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্বটিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। মার্কস তার পুঁজি প্রথম খণ্ডের সংযোজন অংশে 'ফর্মাল ও রিয়াল সাবসাম্পশন অফ লেবার' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তরে ঠিক সত্যিকার অর্থে মজুরি-শ্রম আনুষ্ঠানিক রূপ ধারণ করতে পারে না। অনেক প্রাক-পুঁজিবাদী শ্রম পুঁজিবাদের ফর্মের ভেতর উপস্থিত থাকে। কিন্তু, যতই পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, ততই মজুরি-শ্রম সত্যিকার রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সামাজিক বিবর্তনের অন্তত দুটি দ্বান্দ্বিক রূপ আছে। এক, পুঁজি ক্রমশ শ্রমকে গ্রাস করতে থাকে। দুই, শ্রম পুঁজিকে নিজের স্বাধীন সৃজন ক্ষমতার, এমনকি জীবিকার প্রয়োজনেরও বিরোধী শক্তি হিসেবে দেখতে সক্ষম হয়। শ্রেণি সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শ্রমিকদের নতুন শ্রেণিভিত্তিক এবং ব্যাপক প্রতিষ্ঠান গড়ার সুযোগ হয়। শত প্রতিকূলতার ভেতরেও শ্রমিকশ্রেণি ও তার মিত্রদের আন্দোলনের একটা বাস্তব ভিত্তি গড়ে ওঠে।

শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী ইতিহাস মার্কসের এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। বিশ্বায়নের যুগে তৃতীয় বিশ্বও আজ শিল্পায়নের পথে চলেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– বিশ্বপুঁজির নিয়ন্ত্রণে বেশির ভাগ দেশেই কৃষিতেও পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগ ও শ্রমসম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছে। অনেক স্থানীয় শ্রম-সম্পর্কের কিছুটা প্রাক্-পুঁজিবাদী-অবস্থান সত্ত্বেও এক অর্থে তার মধ্যে পুঁজিবাদী সম্পর্কই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সারা বিশ্বেই নিচের থেকে আন্দোলন করার সুযোগ আগের চেয়ে বেশী। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দেখলে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি মুঠোফোন থেকে আন্তর্জাল (Internet) পর্যন্ত দেশব্যাপী ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্তের আন্দোলনের সহায়ক হতে পারে। ইতিমধ্যেই আশি ও নব্বই দশকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে শুরু করে এশীয় সংকটের প্র-ইন্দোনেশীয় আন্দোলন, লাতিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই যুক্তিকে সমর্থন দেয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ীই আন্দোলন গড়ে উঠবে। তবে সাম্রাজ্যবাদের এই বিশ্বায়ন পর্বে বিভিন্ন আন্দোলনের ভেতরে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে সহযোগিতার প্রয়োজন। বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শোষিত জনগণ ও সাম্রাজ্যবাদের পদানত দেশগুলোর মজলুম জনতার ভেতর একতাবোধ এবং শক্তির সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ আন্দোলন গড়া শুরু হয়েছে। 'বিশ্ব সামাজিক ফোরামই এর একমাত্র নিদর্শন নয়; এমনকি প্রধান নিদর্শনও নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গত দশ বছরে যে সব আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে, সেগুলোর দিকে নজর দেয়াই বিশেষ দরকার। এসব আন্দোলনের দুটো দিক ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক দাবির সাথে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকটি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের মুক্তির আন্দোলনের সাথে নিচের দিক থেকে পরিবেশদূষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রামও এখন তীব্রতর হচ্ছে। লাতিন আমেরিকা, এশিয়া এমনকি আফ্রিকাতেও এই সংগ্রাম এখন স্পষ্ট হচ্ছে। এখনও এই সংগ্রাম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবু সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদের বিপক্ষে নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত সমাজব্যবস্থার দাবি প্রকট হয়ে উঠছে। আমার ধারণা, চুম্বক আকারে এ দাবি-দাওয়াগুলোকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানবাধিকার অর্জনের দাবিতে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

২) এ দাবি অর্জনের সাথে বিশেষভাবে জড়িত বর্তমান বিশ্বায়ন বাণিজ্য ও মুদ্রাবিষয়ক নীতিমালা। নোবেল পুরস্কার জয়ী জোসেফ স্টিগলিটজ এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদ এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। কেবল গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করেই এই দাবির বাস্তবায়ন সম্ভব। বর্তমান বিশ্বের মুদ্রা পদ্ধতিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিপক্ষে। তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার সংস্কারের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নীতিমালাকেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থে সংশোধন করতে হবে।

৩) আন্তর্জাতিক পুঁজি ও বিনিয়োগ: বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী স্বার্থের এই বিনিয়োগ পৃথিবীতে আরও অসাম্যের সৃষ্টি করেছে। বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বড়জোর নিম্ন-মজুরীর কিছু কাজের সৃষ্টি করে, তাও আবার কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ তহবিল নামে নতুন সংস্থা সৃষ্টি করে জনগণের স্বার্থে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার দাবি তুলতে হবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলো অগ্রাধিকার পাবে। আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল পুঁজি সংকটের সৃষ্টি করে। তাই এই পুঁজি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা আশু প্রয়োজন।

৪) আন্তর্জাতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ: প্রাকৃতিক সংকটের ফলেই বর্তমান সমাজব্যবস্থার পতন হয়তো অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু, এই সংকটের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের এই বিশ্বে অতি বর্বর ডিসটোপিয়ান ভবিষ্যৎকেই হয়তো অনিবার্য করে তোলা হবে। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ও বিশ্বব্যপী তাপ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবিকে যুক্ত করতে হবে।

৫) সম্পদের পুনর্বণ্টন ও মানবিক উন্নয়ন: পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন অসাম্যকে অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। এর বিকল্পে গণভিত্তিক বিশ্বায়নকে কার্যকরি করতে হলে ভূমি, পুঁজি ও অন্যান্য সম্পদের পুনর্বণ্টন খুবই দরকারি শর্ত। অর্থনৈতিক সাম্যভিত্তিক পুনর্বণ্টন ছাড়া নিচের থেকে বিশ্বায়ন অসম্ভব।

৬) নারী-পুরুষের সাম্য: অতীতের সব প্রগতিশীল আন্দোলনই নারী-পুরুষের সাম্যের দাবী তুলেছে। এঙ্গেল্‌সের মতে যে কোনো সমাজের উন্নতির জন্য কেবল একটি সূচক ব্যবহার করতে নারী-পুরুষের অসাম্য সূচককেই ব্যবহার করা উচিত। বর্তমান বিশ্বের নারীআন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু নিপীড়িত জনতার মুক্তির সংগ্রামকে অবশ্যই নারীমুক্তির সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।

৭) গণতন্ত্রের গভীরায়নঃ আমরা শুরু করেছিলাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা দিয়ে। কিন্তু এই আন্দোলন শুধু ফর্মাল একাধিক দলভিত্তিক নির্বাচনের দাবিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। গণতন্ত্রকে গভীরতর করতে হলে বেশ কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শর্তের উল্লেখ প্রয়োজন। কেবল এই শর্তাবলির সার্থক প্রয়োগই গণতন্ত্রকে গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। নিচে সংক্ষেপে কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত উল্লেখ করা হলো।

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী চালু করা। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলনের এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে। গণতন্ত্রের গভীরায়নের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূরীকরণের নীতি অপরিহার্য।

- এই প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়ার অর্থ হলো গণতান্ত্রিক স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিকতাবোধের ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে হবে।

- অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে অগ্রসর হতে হলে সব নাগরিকের জন্য উপযুক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অমর্ত্য সেনের 'কুশলতার অর্থনীতির' দৃষ্টি থেকে বলা চলে, সামাজিক সক্ষমতার সাম্য দরকার। তবে এ জন্য যে অভ্যন্তরীণ সংকটের বিশ্লেষণ করে আসছি সেটা বোঝা দরকার। অন্যান্য প্রগতিশীল বিশ্লেষকের মতো আমিও পুঁজিবাদের সংকট-পূর্ণ অবস্থানের তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে আস্থা পোষণ করি। কিন্তু, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি বিশ্লেষণে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং কর্মকাণ্ডের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। কেইনসীয় অর্থনীতির সত্তর দশকের আপাতব্যর্থতা নব্য-উদারনৈতিক বিশ্বায়নের আশির দশকের সফলতার একটি মূল কারণ হলেও, আশির দশকে প্রগতিশীল আন্দোলনের ব্যর্থতা রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এ প্রসঙ্গে না গিয়ে নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধের পুঁজিবাদের যে বিশ্ব-সংকট শুরু হয়েছে সে দিকেই আমি আলোচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ফাইনান্স ক্যাপিটালের যুগে পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রায়ন সংকটের ভেতর দিয়েই অগ্রসরমান। এ সংকট পৃথিবীকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভেতর টেনে নিয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীতে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং ১৯৪৯ সালের চীন-বিপ্লবের ভেতর দিয়ে পৃথিবী সমাজতন্ত্রের দিকে বেশ কিছুটা অগ্রসরও হয়েছে। কিন্তু, সমাজতন্ত্রের সাময়িক পতন এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের সাময়িক বিজয় নব্য-উদারনৈতিক পুঁজিবাদী সিস্টেমকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

এর প্রধান কারণ, বিশেষ করে মুদ্রা ও ফাইন্যান্সিয়াল বাজারগুলোকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা এবং দুর্বল দেশগুলোর অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে ফেলা। এ জন্য জটিল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে যে স্ববিরোধী প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেগুলো শুধু বাজার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না (খান ২০০৪)। এর সাথে যোগ করা যেতে পারে অতিকেন্দ্রীভূত পুঁজির পারস্পরিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং উন্নত বিশ্বে মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ার ফলে 'উন্নয়নশীল' দেশগুলোতে পুঁজির রপ্তানি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯৯৮ সালের রাশিয়া ও ব্রাজিলের সংকট অথবা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তৎকালীন সামাজিক সংকট অনেকটা অবশ্যম্ভাবীই ছিল। এ সঙ্কটগুলোর সময়কাল অবশ্যই অনেক তাৎক্ষণিক ঘটনাবলির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, নব্য-উদার নীতির দশকের ভেতরে এসব সংকট কমবেশি দেখা দিতে বাধ্য।

এশীয় সংকটের পরেও বিশ্বপুঁজিবাদ সাবধান হতে পারেনি অনেকের সাবধানবাণী সত্ত্বেও।[৭] অর্থবাজারে সংকটের পরে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে অনেক নতুন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টের দ্বারা অন্তত এই সেক্টরে মুনাফার হার বাড়ানো হয়। একই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারোল রিজার্ভ সিস্টেমের চেয়ারম্যান গ্রীনস্প্যানের উদার মুদ্রানীতি ফাইন্যান্সিয়াল এবং রিয়াল এস্টেট বাজারে পুঁজির পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বায়নের যুগে এসব নানাবিধ কারণে অধিকতর বিকল্প বিশ্বায়নের প্রয়োজন সেটা অমর্ত্য সেনের অনুসারীদের বিশ্লেষণে স্থান পায়নি।

- মতপার্থক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অবস্থান থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন দল ও মতকে প্রকাশ করার আরও অধিকারের দাবি।
- সবচেয়ে নীচের ধাপের সামাজিক ও রাজনৈতিক দলকে একক হিসেবে ধরে ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপরের স্তরগুলোর গঠন ও নিয়ন্ত্রণ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও এই গণতান্ত্রিক গভীরায়ন স্বীকৃত হবে।
- একেবারে মহল্লা পর্যায় থেকে শুরু করে উপরের সর্বস্তরব্যাপী গণতন্ত্রের গভীরায়নের সমস্যাবলি সম্পর্কে খোলা আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ থাকতে হবে।
- অন্যায় আইনের আন্দোলন, ধর্মঘট এবং অহিংস বিক্ষোভ প্রদর্শনের সব উপায় জনগণের জন্য খোলা থাকতে হবে।
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতারা জনগণের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের শামিল হবেন, যেন গণবিছিন্নতার সৃষ্টি না হয়।
- যতক্ষণ পর্যন্ত তা সরাসরি গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবিরোধী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সব ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতিমূলক কার্যকলাপ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে।
- স্বাধীন বিচার বিভাগ, যোগাযোগব্যবস্থা ও নির্বাচনী রিভিউ কমিটিগুলোকে বাধাহীনভাবে কাজ করতে দেয়া হবে।
- যেখানেই এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি নির্ধারণ চালু করতে হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে, যেমন নারী ও সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যুতে রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা চালু থাকবে।
- সাধারণ নাগরিকদের সংঘবদ্ধভাবে কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ, রাজনৈতিক দল গঠন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যক্তিগত সম্পদের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালনার অধিকার একটা সীমিত অংকের হবে এবং যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য লোপ পাবে, তখন সামাজিক সংগঠনই গণতান্ত্রিক অধিকারের মূল মাধ্যম।
- গুপ্ত পুলিশ, নির্যাতন ও জুলুমের অবসান। যতটা সম্ভব, জননিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ নাগরিকদের সংগঠনের মাধমে করার উদ্যোগ।
- জনহিতকর কাজে সবার সাধ্যমত অংশগ্রহণ।
- সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন। কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য র‍্যাংকবিহীন (কিন্তু নেতৃত্বহীন নয়) নয়া গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনী গঠন।

- নারী- অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে অগ্রসর করে পিতৃ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা এবং নারী-পুরুষ সাম্যের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ে তোলা।

- শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ার প্রক্রিয়া চালু করা। ফরাসী দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ দেলুজ এবং গুয়াত্তারি ব্যক্তি এবং গ্রুপ সাজেক্টিভিটির যে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক নির্দেশনা দিয়েছেন সেখান থেকে শুরু করে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের অসুস্থতা দূর করার পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব। অবশ্যই এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেলে নবতর সমাজ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলো আরও গভীর ও উন্নত হবে।

- এমন ধরণের উন্নয়ন কৌশল এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবনা করতে হবে যাতে পরিবেশদূষণ এবং বিধ্বংসীকারী পথ থেকে সরে এসে প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে বসবাস করা সম্ভব হয়।

- সর্বোপরি, সমাজব্যবস্থার এমন ধরনের গণতান্ত্রিক ফিডব্যাক ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয়। একই সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্য হবে জনগণের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করে গণতন্ত্রের গভীরায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, গণতান্ত্রিক গভীরায়নের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক রয়েছে। উপরের শর্তাবলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

প্রাসঙ্গিক আরও শর্ত অনেকে যোগ করতে উৎসাহী হতে পারেন। এটাও গণতন্ত্রের গভীরায়নের অংশ এবং একটি খোলা দিক। নতুন তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রকৌশলের যুগে এসব বিষয়ে খোলা আলোচনা এবং মতবিনিময় একেবারে স্থানীয় পর্যায়ে থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। কিন্তু, আসল চ্যালেঞ্জ হলো সফল গণ-আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

এখন পর্যন্ত আধুনিক কালের নানা আন্দোলন যেমন, ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ থেকে শুরু করে আমেরিকান বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, প্যারিস কমিউন, রুশ বিপ্লব, চীনের বিপ্লব, তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনসমূহ এবং অতিসাম্প্রতিক বিশ্বায়নবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। ভবিষ্যতের আন্দোলনও নানামুখী টানাপোড়নে আন্দোলিত হবে। এজন্যই গণতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা এবং গণতন্ত্রের গভীরায়নবিষয়ক শর্তাবলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং জরুরি। বর্তমান পরিস্থিতির নানান দিক বিশ্লেষণ করলে এই উপলব্ধিই হয় যে, গণতন্ত্রের গভীরায়ন ব্যতিরেকে বিকল্প বিশ্বায়ন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

সবশেষে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, এই বিকল্প বিশ্বায়নের চিন্তা ইউটোপিয়ান কি না? এ প্রশ্নের উত্তর অন্তত পক্ষে দুভাবে দেয়া যেতে পারে। এক, উপরতলার বিশ্বায়নের সংকট আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, বর্তমান বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সংকট দূর হওয়ার নয়। বরং, পৃথিবী প্রাকৃতিক দিক থেকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেছে। বস্তুত মানবপ্রজাতি এবং বেশ কয়েকটি অন্য প্রজাতির বর্তমান ব্যবস্থা আগামী শত বছর ধরে চালু থাকলে ধ্বংসের মুখেই এগিয়ে যাবে সুনিশ্চিতভাবেই। আমাদের দ্বিতীয় উত্তর হলো, নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামই এই ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। গণতন্ত্র ও জনকল্যাণ আংশিকভাবে হলেও আধুনিক যুগে কিছুটা এগিয়েছে। এই অগ্রসর মানবতাকে টিকিয়ে রাখার এবং আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান সংগ্রাম। বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিকতা বোধের মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক

সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে না পারলে এটি প্রমাণিত হবে যে, মানবজাতির সীমাবদ্ধতা এই পৃথিবীতে দূর করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু, ইতিহাসের রায় শুধু মানবজাতির বিভিন্ন অংশের সংগ্রামের ভেতর দিয়েই ঘোষিত হয়। আর তাই আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই চলমান সংগ্রাম আরও দানা বেঁধে উঠবে, এ সংগ্রামের অংশি হবে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এবং তৈরি হবে আরও ব্যাপক ও গভীর কর্মসূচির। আমার ক্ষুদ্র এই প্রবন্ধ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেই সব সংগ্রামী পথিকদের উদ্দেশ্যে। বলাই বাহুল্য, তাদের সংগ্রামের পথের প্রাথমিক দিশা দেখানোর দায়িত্ব সবারই। সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলোর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থেকেই শিগগিরই আমাদের পথ নির্দেশক কর্মসূচি এবং চিন্তা-পদ্ধতি আরো আলোকিত হয়ে উঠবে।

টীকাঃ

১. এ বিষয়ে Stiglitz (2007), Chang (2007) এবং Khan (1998, 2007, 2008, 2007 a,b এবং 2012) দ্রষ্টব্য।

২. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে Khan (2008)–G Financial Crisis প্রসঙ্গে। Khan (2012) উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে Complex System Analysis ব্যবহার করেছেন।

3. Sobhan (1989) দ্রষ্টব্য। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরকার তথ্য আছে Johnson (2004)–G।

৪. দেখুন Henry (2005) এবং Khan (2006, 2007, 2008) এশীয় সংকটের বিশদ আলোচনা রয়েছে Khan (2004 A, b) - তে।

৫. এ বিষয়ে অনেক তথ্যই এখন প্রকাশিত। Harve (2005) এ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। Khan (1992, 1993 a,b; 1994, 1995, 1998, 2003, 2006, 2007, 2011) বিশদ আলোচনা রয়েছে। Falk (1997)-এ নিচের থেকে বিশ্বায়নের সমালোচনা রয়েছে।

6. Khan (1985), Imperialism as World Capitalism: Global self Expansion of Value প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পৃথিবীময় তৎপরতার তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ, অবাধ বাণিজ্য ও অব-উন্নয়ন বিশ্লেষণ রয়েছে।

৭. দেখুন Stiglitz (2007) এবং Khan (2004 a, b Ges 2011)

৮. দেখুন Khan (2004b) এবং Khan (2011)

৯. এখানে মিশেল ফুকো (1997-9, 1969, 1975, 1976) বইগুলো বেশ প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ফুকোর আলোচনায় Resistance-এর রূপরেখা সামাজিকভাবে কী হওয়া উচিত এবং তার গঠনমূলক কর্মসূচী কি হওয়া উচিত তা বাদ পড়ে গেছে। সেন (2000) এবং সেন ও নুসবাইউম (1993) সক্ষমতার প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু, ব্যাপক গণভিত্তিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের কথা– যাকে আমরা সামাজিক রাজনৈতিক সক্ষমতা বলতে পারি– নেই। এর সমালোচনায় ভিত্তিকেই Khan (2006, 2007, 2009 এবং সর্বোপরি 2012) রাজনৈতিক আন্দোলন কর্মসূচি ও সক্ষমতার উপর জোর দিয়েছেন। Gilbert (1990) রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কথা Khan (1998, 2012) এবং Albert and Hahnel (1991) বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

১০. এ বিষয়ে, দেখুন Deleuze (1990, 1991, 1994), Deleuze and Guettari (1977, 1986, 1987), Derrida (1966, 1981) এবং Guattani (1984)| Khan (1998, 2007, Ges 2012) - এর লেখায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। Barber (1984, 2003)- এর লেখাতেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। এ দিক দিয়ে সাধারণভাবে বিশ্বায়নের আলোচনা দরকার (Cook and Kirkpatrick 1997)। বলা যেতে পারে এই প্রয়োজনবোধ থেকেই আমার বইটির Khan (1998) জন্ম।

তথ্যসূত্র

1. Adelman, I. and Robinson, S. (1978). Income Distribution Policy in Developing Countries: A Case Study for Korea, Palo Alto: Stanford University Press.
2. Baker, Dean, Epstein, G. and Pollin, R. (1998) Globalization and Progressive Economic Policy, Cambridge: Cambridge University Press.
3. Barber, B. (1995). Jihad vs. McWorld, New York: Random House.
4. Bonvin, J. (1997). "Globalization and Linkages: Challenges for Development Policy," Development 40 (2): 39-42.
5. Bosier S. (1997). The Elusive Goal of Regional Development: Between the Black Box and the Political Agenda. Edificio CEPAL: Stantiago-Chile.
6. Chang, Ha-Joon (2007), Institutional Change and Economic Development, London: Anthem Press.
7. Cook, P. and Kirkpatrick, C. (1997). "Globalization, Regionalization and Third World Development," Regional Studies 31 (1): 55-66.
8. Falk. R. (1997). 'Resisting 'Globalization-from-above' through 'Globalization-from-below', New Political Economy 2 (1): 17-24.
9. Greenspan, A. (1997). `Statement Before the U.S. House of Representatives Committee on Banking and Financial Services', Washington, D. C. 13 November.
10. Gills, K. B. (1997). "Editorial: 'Globalization' and the 'Politics of Resistance'," New Political Economy 2 (1): 11-15.
11. Gilpin, R. (1987). The Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton, New Jersey.
12. Griffin K. and Khan A. R. (1992). Globalization and the Developing World: An Essay on the Structural Dimensions of Development in the Post Cold War Era. UNRISD, Geneva.
13. Harris, Laurence. (1998). "The Dynamics of Globalization: Eight Skeptical Theses", Paper presented at the UNU/AERC Conference, Tokyo, August 3-4, 1998.

14. Hirst, P. (1995). Globalization in Question, Political Economy Research Centre Occasional Paper Number 11. Sheffield, England: The Political Economy Research Center.

15. James, J. and Khan, Haider A. (1993). "The Employment Effects of Income Redistribution", World Development (March): 817-28.

16. ---------. (1997). "Technolgy Choice and Income Distribution" World Development, (February): 153-165.

17. ---------. (1998). Technological Systems and Development, London: Macmillan.

18. Jomo, K. S. (1998). "Introduction: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia," in Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia. Hong Kong: Hong Kong University Press, pp. 1-23.

19. Khan, Haider Ali and Yi-bei Liu, 2008, "Globalization and the WTO Dispute Settlement Mechanism: Making a Rule-based Trading Regime Work", http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7613/.

20. Khan, Haider A. forthcoming 2017 The Future of Global Society, Cosmopolis: Revue de cosmopolitique, Geneva.

21. Khan, Haider A. (2014). Development and Women's Rights as Human Rights: A Political and Social Economy Approach within a Deep Democratic Framework, 42 Denver Journal of International Law and Policy Vol. 42, No. 3 (Aug. 2014).

22. Khan, Haider A. (2013a). Development Strategies: Lessons from the Experiences of South Korea, Malaysia, Thailand and Vietnam, in Augustin K. Fosu ed. Achieving Development Success, Oxford University Press, 2013:119-132.

23. Khan, Haider A. (2013b). Basel III, BIS and Global Financial Governance, Journal of Advanced Studies in Finance, Volume IV, Issue 2(8), Winter 2013.

Khan, Haider A. (2007), "A Theory of Deep Democracy and Economic Justice in the Age of Postmodernism", http://econpapers.repec.org/paper/tkyfseres/2007cf468.htm

24. ------ Value, Social Capabilities, Alienation: The Right to Revolt, Econ Papers, 2006.

25. Khan, Haider A. (1998). Technology, Development and Democracy: Limits to National Innovation Systems in the Age of Postmodernism, Aldershot, U.K.: Edward Elgar.

26. ----- 2004a, Innovation and Growth in East Asia: The Future of Miracles, Macmillan.

27. ------ 2004b, Global Markets and Financial Crisis: Asia's Mangled Miracle, Macmillan/ Palgrave.

28. ------2003, "Creating Social Capabilities in a POLIS", in Tom Misa et als. Eds. Technology and Modernity, The MIT Press.

29. ------ (1996). "Beyond Distributive Justice in the McWorld", Global Justice, Spring/ Summer, pp. 30-40.

30. Khan, Haider A. (1999a) "Corporate Governance of Family Businesses in Asia: What's Right and What's Wrong?" ADBI paper no. 3, Tokyo, 1999.

31. Khan, Haider A. (1999b) "Corporate Governance in Asia: Which Road to Take?" Paper presented at 2nd high level symposium in ADBI, Tokyo.

32. Khan, Haider Ali, 1994, "Does Bilateral Foreign Aid Affect Fiscal Behavior of a Recipient?" Journal of Asian Economies, March.

33. -----, 1995a, "Does the Policy-Maker Make a Difference?" paper presented at AEA/ASSA meetings, Washington D. C., January 1995.

34. -----, 1995b, "Does Japan's Aid Work?" unpublished paper, University of Denver.

35. Khan, Haider A. (1997a), "Does Japanese Bilateral Aid Work? Foreign Aid and Fiscal Behavior in a Bounded Rationality Model," Regional Development Studies, Vol. 3 (Winter, 1996/97), pp. 283-97.

36. Khan, Haider A. (1997b), Technology, Energy and Development: The South Korean Transition, Cheltenham: Edward Elgar.

37. Khan, Haider A. (1997c), African Debt and Sustainable Development, New York: Phelps-Stokes Foundation.

38. Khan, Haider A. (2002a), "Can Banks Learn to Be Rational?", Discussion Paper no. 2002- CF-151, Graduate School of Economics, University of Tokyo

39. Khan, Haider A. (2002b), "Corporate Governance: the Limits of the Principal–Agent Model", Discussion Paper, CIRJE, University of Tokyo.

40. Khan, Haider A. (2002c) "The Extended Panda's Thumb and a New Global Financial Architecture: An Evolutionary Theory of the Role of the IMF and Regional Financial Architectures, Working paper, GSIS, University of Denver.

41. ------, 2002d, "Does Aid Work? Japanese Foreign Aid, Development Expenditures and Taxation in Malaysia: some results from a bounded rationanlity model of fiscal behavior", Journal of the Centre for International Studies, Aichi Gakuin University, Vol. 4, pp. 1-19.

42. --------, 2002e, "What can the African countries learn from the macroeconomics of foreign aid in Southeast Asia ?", Aryeetey, E., Court, J., Nissanke, M. and Weder, B., Asia and Africa in the Global Economy, Tokyo, UNU Press.

43. Krongkaew, M. (1997). "An Alternative Interpretation of Economic Policy Determination in Thailand". Paper presented at the conference on `Asia's Development Experience', Tokyo, December 1-2.

44. Krugman, P. (1996). Pop Internationalism, MIT Press, Cambridge, MA.

45. Lauridsen, L. S. (1998). "Thailand: Causes, Conduct, Consequences," in Jomo, K. S. ed. Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia. Hong Kong: Hong Kong University Press, pp. 137-157.

46. Mc Grew A. (1992). The Third World in the new global order, in Allen T. and Thomas A. (eds.) Poverty and Development in the 1990s. Oxford University Press in association with the Open University, Oxford.

47. Ohmae, K. (1996). The End of the Nation State. Harper Collins Publishers: London.

48. Peraton, J. et al (1997). "The Globalization of Economic Activity," New Political Economy 2 (2) : 257-277.

49. Sen, G. (1997). "Globalization, Justice and Equity: A gender perspective," Development 40 (2): 21-26.

50. Siamwalla, A. (1997) "Can a Developing Democracy Manage Its Macroeconomy?" The Case of Thailand, Lecture delivered at Queen's University, Kingston, Ontario, Canada on October 15.

51. Sobhan, R (1989). “The State and Development of Capitalism: The Third World Perspective”, in Bharadwaj, K. and S. Kaviraj, eds. Perspectives on Capitalism, New Delhi: Sage Publications, pp. 247-258.

52. Stiglitz, J. 2002. Globalization and Its Discontents, New York: Norton.

53. ------2006. Making Globalization Work, New York: Norton.

54. ------2012. The Price of Inequality, New York: Norton.

55. Straubhaar, T. and Wolter, A. (1997). "Globalization, Internal Labor Markets and the Migration of the Highly Skilled," Intereconomics 32 (4): 174-180.

56. The Economist, “Mahathir, Soros and the Currency Markets: Amoral may be, but Currency Speculators are both necessary and productive” (September 7-October 3, 1997).

57. The Economist, “One World?” (October 18, 1997a).

58. Thurow, L. (1996). The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World. Penguin Books: New York.

59. Ul, Haq, M., K. Inge and I. Greenberg (1996). (eds.) The Tobin Tax: Coping with Financial Volatility. Oxford: Oxford University Press.

60. Wood, A. (1994). North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-driven World. Oxford. Clarendon Press.

61. Yeung, Y. and Lo, F. (1996). "Global Restructuring and Emerging Urban Corridors in Pacific Asia," in Yeung, Y. and Lo, F. (eds.) Emerging World Cities in Pacific Asia. United Nations University: Tokyo.